গণ্ডগোল

(কৌতুক নাটিকা)

শ্রী বিভাসচন্দ্র রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র,
শ্রীঅসীম দত্ত।
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালীগঞ্জ কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ প্রেস
৬, রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

ছাত্রজীবনে অভিনয়ের দিকে সামান্য ঝেঁাক ছিল। পুনর্মিলন উপলক্ষে কৌতুক-নাটিকা অভিনয় করিবার সময় বাজারে পছন্দ-মত কোন নূতন বই পাইনা, সেইজন্য ক'একটী নাটক লিখিয়াছিলাম ও নিজেরা অভিনয় করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এই "গণ্ডগোল" নাটকখানি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ও অন্য স্থানে নিজেদের দ্বারা সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া সকলেব নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

জানিনা সাধারণের কাছে প্রকাশ করিবার মতো যোগ্যতা আমার এ "গণ্ডগোলের" আছে কিনা, তবে অনেকের অনুরোধে প্রকাশ করিলাম। দৈনিক দুঃখ দৈন্যের জীবনের মধ্যে যদি এই সামান্য নাটকখানি কাহাকেও আনন্দদান করে, তবেই আমার লেখা সার্থক মনে করিব।

প্রকাশ করিবার সময় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীযুত অসীম দত্ত আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়

বালিগঞ্জ,

জন্মাষ্টমি, ১৩৪৮

চরিত্র লিপি

পুরুষ

১	দুর্গাপদ দাস	...	...	বেকার যুবক
২	গগন ভেদি দত্ত	...	...	ঐ
৩	ক্ষমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	...	...	ঐ
৪	অসিত রাহা	...	...	স্বদেশ সেবক
৫	কুহেলি ঘোষাল	...	...	বেকার যুবক
৬	মলয় কুসুম রায়	...	...	সংবাদপত্র সেবী
৭	ওয়াই, এন, গোসোয়ামী	...	...	ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্ট

প্রথম ব্যক্তি (ক্ষীণকায় বৈষ্ণব), দ্বিতীয় ব্যক্তি (প্রেমিক কবি), তৃতীয় ব্যক্তি (মুদী), জনৈক বৃদ্ধ, ভৃত্য প্রভৃতি।

স্ত্রী

১।	স্নিগ্ধা রাহা	...	...	অসিত রাহার কন্যা
২।	জনৈক স্ত্রীলোক			

—o—

গণ্ডগোল

প্রথম দৃশ্য

[একটি ছোট আড্ডাঘর। সময়—সন্ধ্যা। ছেঁড়া মাদুর পাতা, সমস্তই এলোমেলো, ময়লা। ভাঙ্গা ও ময়লা চায়ের সরঞ্জাম। দুইজন বেকার যুবক—দুর্গাপদ ও গগনভেদী কথা কহিতেছে।]

দুর্গা। বুঝলে হে, আমার Idea হচ্ছে বেকার সমস্যা দূর করা, তার জন্যে রীতিমত মাথা ঘামাতে হ'বে—জাননা তো এ বিষয় আমি কি রকম উঠে পড়ে লেগেছি।

গগন। তা-তো সবই বুঝলাম, কিন্তু আমি তার জন্যে কি করতে পারি বল? আমার দ্বারা আর কি হ'তে পারে!

দুর্গা। কি আশ্চর্য্য! কী না হ'তে পারে—পয়সা ওয়ালা একটা লোক ধরতে পারলেই—বুঝলে কি না, কিছু পয়সা খরচ করলেই হলো—ব্যাস্! এমন এক idea ঠিক করে রেখেছি যে তাতেই আমাদের সমস্যা দূর হ'বে—ঘরে দু' পয়সা আস্‌বে।

গগন। তা কতো টাকা হ'লে, কমে সমে সে রকম হ'তে

পারে ? আমারো ত' মনে হয় কিছু করতে পারলে ভালো হয়—কাঁহাতক আর এই রকম করে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

দুর্গা। আর না ত' কি ? লেখাপড়া শিখে আর vagabond এর মতো ঘুরে বেড়ালে চলবে না। শ' তিনেক যোগাড় করতে পার্‌লেই—ব্যাস্ নিশ্চিন্তি! আমি তো আর এখানকার লোক নই, বাইরে থেকে এসেছি ; তোমরা এতদিন এখানে রয়েছ, একটা কাপ্তেন টাপ্তেন জোগাড় করতে পারবে না ?

গগন। এঁ্যা—তা না হয় চেষ্টা কর্‌ব। তবে আজকাল যা হয়েছে, পয়সা যাদের আছে তারা বিনা স্বার্থে তো আর একপয়সাও বার কর্‌বে না। যাক্, তারপর তোমার ideaটা কি একবার শুনি।

(ক্ষমাকান্তের প্রবেশ)

ক্ষমা। এই যে কি খবর ? তোমরা দু'জনেই যে এক হয়েছ! ভালো! কী আলোচনা হচ্ছে ? সাহিত্য, না দেশোদ্ধার ?

দুর্গা। দূর তোর সাহিত্য! এখন আসল জিনিস উদ্ধারের দরকার হয়েছে। কিছু কাজ কর্ম্ম না কর্‌লে তো আর চলে না—তাই আমি টাকা উপায়ের একটা প্ল্যান্ ঠিক করেছি।

ক্ষমা। তাই নাকি—very good—very good! আমাকেও বাতলাও না ভাই—আমিও interested.

দুর্গা। দেখ কোন কিছুতেই আজকাল পেট চলেনা, কিন্তু একটা লাইন এখনো বিশেষ congested নয় as well as paying; আমি তোমাদের বলতে রাজী আছি—provided তোমরা প্রকাশ না করো।

ক্ষমা ও গগন। না—না,

ক্ষমা। বল, বল, really কাউকে বল্‌বো না।

দুর্গা। দেখ, সব line dull—কোন ব্যবসায় তেমন prospect নেই। কেবল এখন একটি মাত্র শাঁসাল ব্যবসা আছে যেটা খুব paying। থাকবার খাবার ইত্যাদি কোন ভাবনা নেই, খুব কম লোক এতে brain খাটিয়েছে—যে কয়জন খাটিয়েছে, তারা সবাই successful—এতে investment খুব কম, আবার—

গগন। আরে বাবা অত ভূমিকা ছেড়ে আসল জিনিসটাই বলো না—লোভ বাড়িয়ে কি লাভ?

ক্ষমা। দেখনা—গৌর চন্দ্রিকা ছেড়ে শুনিই না কী?

দুর্গা। শোন, শোন। আমি হ'ব তোমাদের leader বুঝলে? আমার কথা অনুসারে তোমরা চল্‌বে। দেখ, গুণ থাক আর নাই থাক,—পোষাক পরিচ্ছদ, ষ্টাইল ইত্যাদি কর্‌তে পারলেই আজকাল সব হয়।

গগন। আবার সেই সব যত বাজে কথা।

দুর্গা। না, না seriously বল্‌ছি—এতে দরকার propaganda, advertisement, আর nature এর সঙ্গে—

গগন। থাক্‌, আমি বুঝেছি সব bogus.

ক্ষমা। একেবারে মস্ত bluff,

দুর্গা। আরে না না, natureকে help করে—

ক্ষমা। দেখ! বাজে কথা রেখে আসল প্ল্যান ঠিক করো, Election আস্‌ছে, এই বেলা vote প্রত্যাশি public manদের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে—কি লাগবে তাই এখন বল।

দুর্গা। আরে এতে Public man, Public woman সব আসবে—চাই খালি গোঁফ, দাড়ি, জটা, নেংটী, কয়েকটি তোমাদের মত শিষ্য আর advertisement। Newspaperএ লিখ্‌বে—খাঁটি হিমালয় ফেরত, খাঁটি সিদ্ধবাবা। ব্যস্‌, দেখবে দলে দলে পাবলিক্‌ ম্যানের দল, গেরস্ত, হাফ-গেরস্ত, ডাক্তার, উকীল, কেরাণী, রেসের বাবু ইত্যাদি ইত্যাদির দল—দলে দলে ধন্না দিচ্ছেন আর ভেট্‌ পাঠাচ্ছেন ; বুঝলে হে ?

গগন। Beautiful !

ক্ষমা। Really, মন্দ হয়না ; তার ওপর অনেক মহারথী যদি শোনেন যে সাধুর আশীর্ব্বাদে জীৎ অনিবার্য্য —তা হলে অনেক পয়সাই হজম করা যাবে।

গগন। আমরা ত সব এক একটা vagabond king। হৈ হৈ করে লাগিয়ে দিতে পারলেই হলো ; কিন্তু···কিন্তু অন্ততঃ কিছু টাকার ত' আগে প্রয়োজন হবে।

দুর্গা। আরে ভায়া ঐখানেই ত' গণ্ডগোল।

ক্ষমা। দেখ, আজ আমি অসিত রাহার বাড়ী গিয়েছিলাম। তিনি দেখছি এবারে দেশের ও দশের সেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ কিনা Electionএ এবার দাঁড়াতে চান। তাকে কিছু ভোটের লোভ দেখিয়ে কিছু টাকা আদায় করা যেতে পারে—এই একটা মহা সুবর্ণসুযোগ, যাকে বলে The golden opportunity.

গগন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। দুর্গাদা'র একটু বয়স বেশী; ওকেই approach করতে হবে।

দুর্গা। কিছু ভাবনা নেই—plan আমি ঠিক করে নেব—তুমি শুধু ভায়া বাড়ীটা চিনিয়ে দাও।

ক্ষমা। সে টাকাটা নিয়ে প এ 'আ-কার' দিতে হবে কিনা, কাজেই আমার দ্বারা হবে না—আমায় বিলক্ষণ চেনে—যথেষ্ট intimacy আছে—তবে হ্যাঁ, ঘাঁৎ, ঘোঁৎ আমি সব বলে দেব।

দুর্গা। Next programme—আমি মহাসাধু সেজে ধ্যানস্থ হ'য়ে বসে থাকবো—আর তোমরা সব শিষ্য আমার গুণকীর্ত্তণ করবে—বেশ খরচ করে আমার সাধুবেশের

photo খবরের কাগজে ভালো জায়গায় বা'র করবে—সিদ্ধ সাধুবাবা ভূত, ভবিষ্যৎ, গেলজন্ম, এজন্ম, আসছে জন্ম সব বলে দিতে পারেন ; আর এঁর প্রদত্ত কল্পতরু কবচ সকলের সব মনস্কামনা পূর্ণ করে।

গগন। Excellent !—Excellent !!

ক্ষমা। Super excellent ! দুর্গা'দা, cheer up !—cheer up !!—

দুর্গা। আরে থামো থামো। তারপর দীক্ষা দিলে একেবারে সশরীরে স্বর্গলাভ। উপস্থিত advertisement করতে আর একটা বাড়ীভাড়া করতে যা খরচ···

ক্ষমা। তার আর ভাবনা কি? কালই আমি বিখ্যাত স্বদেশ-সেবী অসিত রাহার বাড়ী দেখিয়ে দেব—আর তুমি তোমার আদায় করবার প্ল্যানটা তার ওপর দেখিয়ে দেবে।

দুর্গা। সে আমি ঠিক করে নেব। আমার ওপর ভার। তাহলে ভুল না—কাল positively.

ক্ষমা। নিশ্চয়—নিশ্চয়ই !

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অসিত রাহার ড্রয়িংরুম। আধুনিক কায়দায় সোফা ইত্যাদি দিয়া সৌখিনভাবে সাজানো টেবিলের উপর কয়েকটি পত্রিকা ও খবরের কাগজ রাখা। অসিত রাহা ও দুর্গাপদ কথা কহিতেছিল।]

দুর্গা। আমরা এক মস্ত Young Men's League করেছি, আপনাকে তার president হতেই হবে। ধরুন ২৫০ জন member—

অসিত। হ্যাঁ, বলেন কি? দু-শো পঞ্চাশ জন! এত লোক? ওঃ, সত্যি হরিপদবাবু—

দুর্গা। আজ্ঞে না দুর্গাপদ—

অসিত। Oh! I am sorry—দুর্গাপদবাবু আপনারা যে দয়া করে আমাকে President কর্‌তে চাইছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য—

দুর্গা। আরে রাম রাম সে কি—শুধু তাই নয় এ সব লোক আপনার sideএ চলে আসবে। আপনার মতো নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবী ক'টা পাওয়া যায়?

অসিত। আরে কি আশ্চর্য্য! আমি অবিশ্যি দেশের কাজ করবো সন্দেহ নেই—কিন্তু এমন বেশী আর কি করেছি?

দুর্গা। কী না কোরেছন? যাই হোক্, শুধু President নয়

আমরা meeting এ ঠিক করেছি আপনাকে এবার Electionএ দাঁড় করাবো।

অসিত। এ্যাঁ, কালিপদবাবু, সত্যি ?

দুর্গা। না, না—দুর্গাপদ—দুর্গাপদ।

অসিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুর্গাপদবাবু। আমি এবার Electionএ দাঁড়াবার মতলবই করছিলুম—জানেন তো কতো সেবা আমি দেশের করেছি—সকলেরই আমাকে মনোনীত করা উচিৎ—আমি সকলের হিতৈষী—দেশটা morally degraded হয়ে যাচ্ছে তাই নৈতিক উন্নতি করতে আমি বদ্ধপরিকর—আমার Electionএ দাঁড়াতেই হবে। এর জন্যে খরচ করতে আমি রাজী আছি।

দুর্গা। শুনুন আমি যা বলি। আপনি দু'শো টাকা দিয়ে আমাদের লীগের president হয়ে যান—ব্যাস্, ২৫০ জন memberএর সকলেরই ভোট্ আছে—২৫০টা vote বাঁধা—বাকি যা কিছু করতে হয় আমরাই করবো, কোন চিন্তা নেই, আপনার জিৎ নিশ্চয়ই।

অসিত। এ্যাঁ, সত্যি ! বলেন কি ?

দুর্গা। আর নাতো কি—আপনি কাউন্সিলার হয়ে বসবেন, কতো মো-সায়েব জুটে যাবে, কতো কি পাবেন—এই দুর্দ্দিনে 'দেশ-সেবা' তো মশাই লাভের ব্যবসা। তার

ওপর—কাউন্সিলারি, যেন একেবারে বাঁদরের গলায় মুক্তোর—না···না, না, একেবারে সোনায় সোহাগা। আমরা সব দলে দলে 'অসিত রাহা কি জয়' বলে চেঁচাবো। ব্যাস্, আপনি কিছু করুন আর নাই করুন কিছু টাকা খরচ কর্তে পারলেই আপনার জয় জয়কার নিশ্চিৎ।

অনিত। ওঃ বলেন কি হরিপদবাবু আমি --

দুর্গা। না, না! দুর্গাপদ—কাউন্সিলার হবার কথা শুনেই যদি দুর্গাপদ ভুলে হরিপদ, কালিপদ এইসব করেন তো কাউন্সিলার হলে তো মশায় চিন্তেই পারবেন না দেখছি!

অসিত। না, না, না সে কি কথা; ও আমার একটু নামের ভুল হয়। এই সেদিন গাড়ি বের কর্তে হবে, তা ড্রাইভারকে না ডেকে ভুলে ঝী'কে ডেকে গাড়ি বের করতে বলেছি! ও অমন একটু-আধটু ভুল আমার হয়।

দুর্গা। বলেন কি? একটু-আধটু ভুল? বা—বা! যাই হোক, তাহলে আজই আপনি ঠিক করে মত দিয়ে দিন। আর যদি আপনার অমত থাকে—তো অন্য কাউকে···

অসিত। না, না অমত কি। তাহলে আপনারা propagandaর কাজ করবেন—আমার qualificationগুলো বলি—বয়স উনোপঞ্চাশ, ইতি মধ্যে নানা ব্যাপারে কতো

অভিজ্ঞতা হয়েছে—বিশয়-আশয়, টাকা-কড়ি বেশ পাঁচ জনের দয়ায় কিছু যা হোক আছে—তা বাড়ি-ভাড়া সুদ ইত্যাদি নিয়ে মাস গেলে অন্ততঃ হাজার দুই টাকা পাই। দেশের জন্যে কতো কাজ, কতো sacrifice করেছি এই···এই এখন সব মনে পড়ছে না—আপনি kindly নানান রকম করে বলে দেবেন, বুঝলেন না? এতো between you and me, বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ কথা বলতে দোষ কি?

দুর্গা। আরে নিশ্চয়! সে আর বলতে—এ তো সকলেই করে থাকে। বললেই হলো—ইনি দেশের জন্যে ধন, মান প্রাণ, মন সব ত্যাগ করেছেন; দেশের অন্নচিন্তা দূর করতে ইনি বদ্ধপরিকর; ইনি দানেরসাগর, বিদ্যের জাহাজ, বুদ্ধির বৃহস্পতি ইত্যাদি—কে আর দেখছে!

অসিত। হ্যাঁ, তবে একটু একটু করে বলবেন, হঠাৎ অনেক কথা আবার অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। ঠিক বিশ্বাস করার মতো করে বলা চাই।

দুর্গা। আরে সে বিষয় আমি expert। হ্যাঁ, এখন তা হ'লে টাকাটা—

অসিত। আচ্ছা, আমি চেক্ লিখে দিচ্ছি, আপনি তার একটা রসিদ দিন্।

দুর্গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার ভাবনা কি? মস্ত বড় Leagueএর Printed-রসিদ আপনার কাছে আসবে।

(অসিত রাহা চেক্‌ লিখিয়া দিল)

দুর্গা। (চেক লইয়া—প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা, নমস্কার।

অসিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যামাপদবাবু শুনুন—

দুর্গা। আজ্ঞে না, দুর্গাপদ—

অসিত। ওহো sorry…আবার সেই mistake, কিছু মনে করবেন না…really…

দুর্গা। না, ও আর এমন কি…দেবতার নাম তো বটে! কালী– হরি—শ্যামা—দুর্গা –সব একই, খালি আলাদা আলাদা চেহারা।

অসিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ঠিক ; তবে আপনি সকলকে বলবেন যে আমি বেকার সমস্যা দূর করার জন্য এক নূতন plan ঠাওরেছি—

দুর্গা। বেশ বেশ সে আমি সব সত্যি, মিথ্যে নানান রকম করে বলে দেব।

(প্রস্থানোদ্যত)

অসিত। হ্যাঁ, শুনুন, এ-এ হরি-হরি-না না না দুর্গাপদবাবু, আজকাল নাচের দিকে লোকের বড্ড tendency, সেই জন্যে আমি ঠিক করেছি একটা free dancing school খুলে দেবো—তাইতে সকলকে বিনা ব্যায়ে নাচ শেখানো হবে।

দুর্গা। ওঃ splendid idea, মন্দ নয়—দেশশুদ্ধ লোক নাচতে

আরম্ভ করে দেবে।—তা সিনেমাতে কদর হ'তে পারে।

অসিত। বেকার সমস্যা উদ্ধার হবে।

দুর্গা। হুঁ দেশ উদ্ধার, মন্দ নয়—আচ্ছা! নমস্কার।

(প্রস্থান)

অসিত। যাক্, মন্দ নয়। ২০০৲ টাকা দিয়ে অন্ততঃ ২৫০টা ভোট্ তো পাওয়া যাবে। একবার ঢুকতে পারলেই হ'ল, তারপর পরোপকারের নাম করে অমন কতো দুশো টাকা উশুল করে ফেলবো। ভাবনা কি, সাধারণ লোক তো অত ভাবেও না, বোঝেও না, কোন রকমে advertise করে নাম করতে পারলেই হলো—তবে—তবে, লোকটা বাজে কথা বল্লে না তো? না—অতো কথা—দেখা যাক্—যাবে কোথায়? আরো information নিলে হতো।

তৃতীয় দৃশ্য

[অসিত রাহার ড্রয়িং রুম। স্নিগ্ধা খবরের কাগজ পড়িতেছিল ও কুহেলি ঘোষাল বসিয়াছিল।]

স্নিগ্ধা। (খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে) বাঃ বাঃ, এ আবার কি ? দেখতে হবে তো—"কলিকাতায় হিমালয় হইতে এক সিদ্ধ সাধুবাবা আসিয়াছেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যত, ইত্যাদি সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে এঁর অদ্ভুত জ্ঞান। মহাসাধনার ফলে ইনি এক কল্পতরু কবচ পাইয়াছেন যাহার সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। উপস্থিত ইনি ২০নং হরিনন্দন ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছেন। বহু পুরুষ ও মহিলা এই সাধুসেবা করিতেছেন।"

কুহেলি। কে জানে হয়তো bogus কোন একটা কিছু হ'তে পারে।

স্নিগ্ধা। যাই হোক আমি একবার কালই যাবো দেখতে, যদি কল্পতরু কবচ পরে নাম কোরতে পারি···যাক্ গে। এখন আমাদের Women Protection League এর কি হ'ল তাই বলুন। কাজ হোক্ আর নাই হোক, কাগজে নাম-টামগুলো একটু-আধটু বেরুনো দরকার।

কুহেলি। হ্যাঁ, আমি সেইজন্যে এক Newspaperএর লোককে এখুনি এখানে আসতে বলেছি মিস্ রাহা।

(চাকরের কার্ডহস্তে প্রবেশ)

স্নিগ্ধা। (কার্ড দেখিয়া) M. K. Roy, A. S. E. (Bengal) এ আবার কে ?

কুহেলি। ওই আমার বন্ধু মলয় কুসুম রায়, News paper এর লোক—

স্নিগ্ধা। আচ্ছা, আসতে বল, (চাকরের প্রস্থান)। তা A. S. E. (Bengal) টা কি ? A. S. M. শুনেছি Assistant Station Master. একি Assistant Station Engineer ?

কুহেলি। না-না, এ হলো Assistant Sub-Editor. ইনি Bengal Newspaperএর Assistant Sub-Editor.

স্নিগ্ধা। Oh ! I see !

(মলয়কুসুমের প্রবেশ)

মলয়। নমস্কার !

স্নিগ্ধা। নমস্কার। বসুন। আপনি তো Bengalএর Sub-Editor ? না, না, I mean, Assistant Sub-Editor ? আমার নাম মিস্ স্নিগ্ধা রাহা, আপনার

ক্যামেরা-ট্যামেরা সঙ্গে নেই? তবে আমার ছবিটা নেবেন কেমন ক'রে?

মলয়। ছবি! কার? আপনার? সেটা কেমন যেন—

স্নিগ্ধা। কেমন আবার কি? এতো সকলেই করে থাকে—

কুহেলি। উনি বলছেন বার করার জন্য।

মলয়। বার করার জন্যে! কাকে বার করার জন্যে? (একটু চিন্তা করিয়া) ওঃ publish! publish করার জন্যে…কিন্তু কোন special reason না থাক্‌লে কি করে আপনার ছবি publish করি মিস্ রাহা?

স্নিগ্ধা। Reason! What do you mean by reason? আমি অসিত রাহার মেয়ে—Is that not enough? আপনারা যত rubbish ছবি বার করেন, অবিশ্যি কিছু মনে কর্‌বেন না—

মলয়। না, না, মনে আর কি? এতো আমাদের কাছে কিছুই নয়। তবে আমাদের দরকারী Subjectএর দিকেই বেশী ঝোঁক্। দেশের দুর্দ্দিন, কাজেই সেই সব সম্বন্ধেই আমাদের বেশী space দেওয়া হয়। ধরুন এই যেমন বেকার-সমস্যা,—আপনি যদি বেকার যুবকদের একটা হেস্ত-নেস্ত করতে পারেন তো আপনার ছবি নিশ্চয়ই বেরুবে।

কুহেলি। বাঃ কতো বেকার আসে ওঁর কাছে ragular advise নিতে— আমাদের মতো বেকার যুবকদের inspire

করা ওঁর একটা কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ভাই দিও বার করে ওঁর নাম তোমাদের Bengal এ বেকার-বন্ধু বলে—

স্নিগ্ধা। না, না, 'বেকার বান্ধবী' বলে—

মলয়। আচ্ছা আমি নোট বুকে লিখে রাখছি। (লিখিল)

কুহেলি। হাঁ, হাঁ লেখ—বেকার-বান্ধবী মিস্ স্নিগ্ধা রাহা—সুবিখ্যাত স্বদেশ সেবক শ্রীযুত অসিত রাহার কন্যা—লিখেছ ?

(চাকরের কার্ড হস্তে প্রবেশ)

স্নিগ্ধা। Y. N. Gosswami, I. A. (California)

কুহেলি। ওঃ বাবা, এ আবার কে ? I. A. আবার কেউ লেখে নাকি ? এবার দেখছি 4th. class থেকে matric সব লিখতে আরম্ভ করে দেবে—

মলয়। না, ও বোধ হয় Californiaর I. A. বলে লিখেছে, নাঃ একটা Novelty আছে বটে—

স্নিগ্ধা। না তা নয়, ইনি Insurance Agent, short এ I. A. লেখেন, আর California Insurance Companyর Agent বলে লেখেন California... এঁর আবার কি দরকার . সেদিন বারন করেছি .. ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিতেও পারি না – মহা মুস্কিল... আচ্ছা আসতে বল—

[চাকরের প্রস্থান।

কুহেলি। Y. N. Gosowami, I. A. (California) অদ্ভুত Agent বাবা!

(Y. N. Gosowamiর প্রবেশ)

[পরণে ময়লা ও ছেঁড়া কোট, তালি দেওয়া প্যাণ্ট, সেই রকম টাই, কলার। ছেঁড়া মোটা পোর্ট ফোলিও]।

Gosowami. Good Evening. Good Evening Miss Raha and Gentlemen

স্নিগ্ধা। আসুন, আমি একটু এঁদের সঙ্গে ব্যস্ত…এঁরা আমার বিশেষ বন্ধু…কি দরকার?

Gosowami. Very Good. Very Good. আমি এসেছিলাম Miss Raha আমাদের এক নূতন schemeএ আপনাকে Insure করাবার জন্য, একেবারে latest America থেকে এসেছে। দেখা গেল old, একঘেয়ে অর্থাৎ monotonus methodএ Public tired হয়ে গেছে; বিশেষ করে আপনাদের মত womenদের কাছে approach করা যাচ্ছিল না। আপনাদের Whole Lifeএর কোন importance নেই, Endowment, আপনারা গ্রাহ্য করেন না। আমাদের Californiaর Directorরা দেখে থাকবে যে আমাদের দেশে Romanceএর সংখ্যা খুবই বে চলেছে, তাই এ যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে Comp

নাম দিয়েছে Women's Romantic Scheme। (ব্যাগ খুলিতে খুলিতে) এই দাঁড়ান বার করে দেখাচ্ছি ..

স্নিগ্ধা। এঁ্যা, সে আবার কি ?

মলয়। Very intersting—সব কিছুই নূতন চাই, এ হচ্ছে নূতনের যুগ···তারপর নারী প্রগতির সাড়া, প্রগতির তালে তালে প্রকৃতি পাঠালেন Romance, যা Shakespeareএর আগে থেকে চলে আসছে ·· সেইটেই নূতন করে শরতের মেঘের মত···বসন্তের কচি কচি পাতার মত Ultra Modern Romance রূপে দেখা দিল, তাই এঁরা বার করে ফেললেন Romantic Scheme.

Gosowami. হ্যাঁ, হ্যাঁ, yes. Women's Romantic Scheme.

কুহেলি। বাঃ বাঃ, আচ্ছা peculiar—তাতো বুঝলাম, কিন্তু এ schemeএর কাজটা হলো কি ?

Gosowami. Very clear, very clear—modern women দের help করা...ধরুন life insure কেন করে—যদি আপনার মৃত্যু হয় তো আপনার wife—

কুহেলি। আজ্ঞে না Sir, আমার wife টোয়াইফ্ নেই।

Gosowami. আচ্ছা আপনার children.

কুহেলি। কি মুস্কিল, আমি যে unmarried !

Gosowami. আঃ কি বিপদ !—(মলয়কে) আপনার wife আছেন তো ?

মলয়। মানুষের জীবনে wife করাটাই বড় কথা নয়—এই যে আমাদের অনিত্য জীবন, এতে কচি কলাপাতার মত সবুজ প্রাণ—

Gosowami. No no—no question of কচি কলাপাতা, বলছি আপনি married কি ? তবে—

মলয়। না, married নই, তবে জীবনে—

Gosowami. Excellent, তবে তো আপনারা দু'জনেই Women's Romantic Scheme support করবেন—ধরুন, যেমন মৃত্যুটা কখন হয়ে যায় তার কোন certainty নেই, তেমনি modern womenদের কখন যে romance ঘটে যায় তার কিছুই ঠিক নেই···যেমন fire insuranceএ fire লাগলেই valuation অনুসারে partyকে টাকা দেওয়া হয়, এই schemeএ তেমনি romance লাগলেই policy holderকে টাকা দেওয়া হয়। এর premium depend করে চেহারা, age, social condition, ইত্যাদির ওপরে।

কুহেলি। সে আবার কি ? Fireএর মত Romanceটাও আবার লাগে নাকি ? কি অদ্ভুত !—

মলয়। Romanceএর সাহিত্য অনুসারে মানে ধরলে হয় এক প্রকাণ্ড মানে, সে ইঁটের মত শক্ত, তুলোর মত নরম।

Gosowami. No no—no question of ভুলো, এ হচ্ছে ধরুন এই young man আর young womanএর মধ্যে love এর after effect যে এক বিশাল বিরাট জগা-খিচুড়ী তৈরী হয়,—নালিশ, মোকদ্দমা, বা পালিয়ে যাওয়া etc, etc, বা যদি হঠাৎ বেশী রকমের কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায় etc, etc,—তখন একটা particular sum অর্থাৎ টাকা আমাদের California Insurance Company pay করবে।

স্নিগ্ধা। Mr. Gosowami, আপনি অনায়াসে এখান থেকে যেতে পারেন, ওসব rubbishএ আমি interested নই।

Gosowami. Rubbish !! আপনি বলতে পারেন rubbish Miss Raha, কিন্তু excuse me, আমি জোর করে বলতে পারি যে এই schemeএ অনেক young womenকে suicide থেকে save করবে—অনেক Romanceএর comedy এরই অভাবে শেষে tragedyতে এসে দাঁড়ায় !

মলয়। কিন্তু—কিন্তু ·mister, আপনার Schemeটা একটু যেন philosopy বা reality বা love বা প্রেম কে যেন খাটো করে দিচ্ছে—মানুষের মধ্যে যে প্রেরণা আছে সেটা যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসছে ও আসবে—এই যেমন রস বাদ দিলে রসগোল্লার beauty

বা মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি Romance বাদ দিলে lifeএর মাধুর্য্য or beauty নষ্ট হয়ে যায়। Romanceটাই হোল lifeএর রস।

Gosowami. No no, no question of রস বা রসগোল্লা, এ Romance। দুইই 'র' বটে· কিন্তু আমাদের California Company উপস্থিত Romanceএর জন্যে policy করেছেন—রসগোল্লার বা রসের কোন Guaranteed Policy আমরা করি না।

স্নিগ্ধা। রেখে দিন আপনার ও সব বাজে insure টিন্‌সিওরের। যতো bogus scheme! জানেন; ইনি Bengal Newspaperএর Assistant Sub-Editor,—মিষ্টার মলয় কুসুম রায়—

Gosowami. Very good, very good, একটু দাঁড়ান মিঃ রায়, আমি নোট বুকে নামটা টুকে নি।

(এক বৃহৎ নোটবই বাহির করিয়া নাম লিখিল) মিঃ রায়, আপনাদের Bengal Newspaper অফিসে যে কোন সময় তো আগুন লাগা সম্ভব—কাজেই protectionএর জন্যে একটা fire insure করা উচিৎ। (bag খুলিয়া) আমি সব রকম করি—এই নিন form, আমি কালই যাবো।

মলয়। না, না, আগুন টাগুন দরকার নেই, আপনি যেতে পারেন—by God—fire tire কিচ্ছু দরকার নেই।

Gosowami. তাহলে, (কুহেলিকে) Mister, আপনার তো Whole-life করা বিশেষ প্রয়োজন—ধরুন আজ যদি আপনার মৃত্যু হয় তো আপনার widow wife and fatherless children—

কুহেলি। আঃ কি আশ্চর্য্য, আমি তো আগেই বলেছি আমি married নই—bachelor—

Gosowami. ও হো হো—sorry, sorry ভুলে গিয়েছিলুম! তা হলেও endowment policy একটা করা দরকার at least 20 years.

স্নিগ্ধা। আপনি যাবেন কিনা? আমাদের important কাজের সময় বিরক্ত করবেন না—আচ্ছা বিপদ।

Gosowami. No no—no question of বিপদ here! আপনি Miss Raha একবার reconsider করুন, এ Romantic Schemeটা আপনার মতো positionএর womanএর হঠাৎ কাজে লেগে যেতে পারে—ধরুন—

স্নিগ্ধা। ধরতে আমার একেবারে ইচ্ছে নেই—আপনি যতো quickly চলে যান তত ভাল। ওঃ কী মুস্কিল!

Gosowami. No no, no—nothing মুস্কিল here, ধরুন এই দুর্দ্দিনে কি রকমভাবে—আপনার হঠাৎ যদি একটা romance হয়ে যায়—তা হলেই—

স্নিগ্ধা। (রাগিয়া) Oh! intolerable। আপনি এখুনি বেরোবেন কি?

কুহেলি। কেন মশাই শুধু শুধু জ্বালাতন করছেন, আমরা এখন women protcetion নিয়ে ব্যস্ত আছি। এতে আমরাও বিশেষ বিরক্ত হচ্ছি—আর আপনিও বিরক্ত।

Gosowami. No,—no, no question of বিরক্ত—এই Romanticটী scheme এতে দেখবেন আপনাদের Women Protectionএ মিস্ রাহা—

স্নিগ্ধা। Oh, what an ass. ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি কিন্তু আপনার মত গণ্ডারের চামড়া একটিও দেখিনি, বলি এখুনি যাবেন কি না ?

Gosowami. No, no, don't get রাগ Miss, আপনি এটা popular হলে দেখবেন কতো মেয়ের Romanceএ success—

স্নিগ্ধা। আচ্ছা idiot—খেলা নাকি ?—Get out—

কুহেলি। ভালো বিপদ—যান না মশাই—কি আরম্ভ করেছেন ?

Gosowami. (যাইতে যাইতে) তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু দেখবেন এই romantic schemeএ কতো women-কে failure আর suicide থেকে বাঁচাবে—এ যা তা নয়—এ হলো Sir Blackmail Cadaversonএর invention—'Women's Romantic Scheme.'

(প্রস্থানোদ্যত)

(অসিত রাহার প্রবেশ)

অসিত। এই যে কুহেলিবাবু, ইনি সেই Bengalএর Sub-Editor ?

কুহেলি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই Bengalএর Assistant Sub-Editor. আপনার Electionএর Newspaper propagandaর ভার এঁকে দিতে পারেন।

অসিত। আরে মশাই, এই কয়েকদিন আগে একটা লোক এসে আমায় অনেক ভোটের লোভ দেখিয়ে দুশো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেল—বললে Young Men's Leagueএর president করবে। এখন বুঝতে পারছি সব bluff, যাবে কোথায়, ধরবই বেটাকে একদিন—

কুহেলি। শেষকালে আপনার টাকা নিয়ে পালাল······আর কি ধরা যায়—ও গেছে। মলয় তুমি তোমাদের News paperএ অসিত বাবুর sideএ propagandaর ভার নেবে ?

মলয়। হ্যাঁ, সে তো আমরা করি, কিন্তু আমাদের নিয়ম হচ্ছে regularly কিছু টাকা দিতে হয়—তা হ'লেই আমরা গুণ থাক, আর নাই থাক Publish করব।··· টাকা পেলে আমরা মানুষকে গাধা বানিয়ে দি আবার গাধাকে মানুষ বানিয়ে দি—সেটুকু ক্ষমতা আমাদের এই Bengal Newspaperএর আছে।

অসিত। বেশ, তাহলে আমি সব লিখে নিয়ে আর টাকা নিয়ে আপনাদের অফিসে যাবো……কাল দুপুরে।

মলয়। বেশ, বেশ, আমি ব্যবস্থা করে দেব—কিছু টাকা আমাদের Newspaperএ দিলেই দেখবেন যেমন প্রকৃতির নিয়মে তা দিতে দিতে ডিম ফুটে বাচ্চা হয় তেমনি টাকা দিতে দিতে আপনার নাম ফুটে বেরিয়ে পড়বে।

(Y N. Gosowami প্রস্থান করিতে করিতে অপর দিক হইতে অসিত রাহার প্রবেশের জন্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।)

Gosowami—এই যে good evening, আপনি Mr. অসিত রাহা? very good, আমি Y. N. Gosowami I, A. (California)

অসিত। আপনি Californiaর Intermidiate?

কুহেলি। নাঃ—আবার জ্বালাল দেখছি।

Gosowami। No, no—আমি Calcutta Universityর M.A. আমি হলাম California Insurence Companyর Agent. আমি ফিরে এলুম, এক latest schemeএ আপনাকে Insure করাতে। আজই America থেকে আসছে—Public man দের জন্যে। আমাদের দেশের নেতাদের rise and fall দেখে, leaderএ leaderএ দলাদলি তাদের Newspaperএ পড়ে Californiaর Directorরা

satisfied হয়ে এক Public Worker's Insurence Scheme করেছে।

অসিত। সে আবার কি ?

মলয়। আবার সেই আরম্ভ হ'ল দেখছি—tedious.

Gosowami। No no, no question of tedious……এ হচ্ছে যেমন মৃত্যু আপনার যখন তখন হতে পারে ; তেমনি দেশের কাজ করতে করতে আপনার হঠাৎ fall হতে পারে,—আপনার against partyর নেতা আপনাকে Publicএর কাছে হেয় করতে পারেন। ব্যস্, তাহলেই certain amount of money partyকে দেওয়া হবে,—সে Public manই হোক আর Public womanই হোক।

অসিত। কি—? Public-woman ! আপনি তো আচ্ছা অভদ্র।

Gosowami। No no, no question of অভদ্র, Very sorry, I mean woman public worker. ওটা slip of tongue—তা হলেও Gramatically correct.

স্নিগ্ধা। লোকটা আচ্ছা নির্লজ—তাড়ালেও যায় না, যান—

Gosowami। না—না—না—আমি mean করছি এই latest Schemeটা।

অসিত। আমার Schemeএ দরকার নেই, যতো সব Vagabond.

Gosowami। No no no, question of vagabond······
এই Schemeটাতেই কতো Public man—

অসিত। আপনি যাবেন, না দরোয়ান ডাকবো······দরোয়ান ······দরোয়ান······

Gosowami। No no, no question of দরোয়ান। রাগ্— very good······দরোয়ান ?······Well আমি চল্লুম আমি একজন educated gentleman······ আপনার এই ব্যবহার ? দেখবেন······এ হচ্ছে (প্রস্থান করিতে করিতে) Sir Blackmail Cadaverson এর Public Worker's Protection Scheme. কতো Publicmanকে এই Schemeই starvation থেকে বাঁচাবে।

(প্রস্থান)

মলয়। আচ্ছা আমরা এখন চলি, নমস্কার !

কুহেলি। Good night, Miss Raha.

স্নিগ্ধা। Good night—আর একদিন আসবেন মলয় বাবু।

(অসিত, কুহেলি ও মলয়ের প্রস্থান)

স্নিগ্ধা। (কাগজ দেখিতে দেখিতে) কালই একবার যেতে হবে এই সাধুর কাছে—এত করে important column এ লিখেছে—দেখাই যাক্। নাম করবার বড় ইচ্ছে, "কল্পতরু কবচ"—মন্দ হবে না। কিন্তু varify করতে হবে—দিন কতক regularly যাবো।

চতুর্থ দৃশ্য

[সাধুর আবাস। চারিদিকে রেকাবিতে ফল, সন্দেশ, ফুল, মালা ইত্যাদি রাখা। আশে পাশে ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি। ধূপ ধুনা জ্বলিতেছে। গেরুয়া চাদর পাতা। সকলের পরিধানে গেরুয়া বসন—গুরুদেব অর্থাৎ দুর্গাপদর জটা ও বড় দাড়ি গোঁফ। দুর্গাপদ, গগনভেদী ও ক্ষমাকান্ত।]

সাধু। যাক্, অসিত রাহার কাছ থেকে টাকাটা বেশ বাগানো গেছে। ও, অনেক লোক আসতে আরম্ভ করেছে,—এক এক সময় আমার বিরক্ত লাগে, ব্যাটারা যে কি ভাবে।

ক্ষমা। আমার এক এক সময় এত বেশী হাসি পায় দুর্গাদা—তুমি সত্যি বাহাদুর—এ কম courage নয়।

গগন। দেখ্, তুই সেদিন গুরুদেব বলতে গিয়ে দুর্গাদা বলে ফেলেছিলি। আমি ভাগ্যিষ "জয় দুর্গা, জয় দুর্গা," বলে সামলে নিলুম। দেখিস careful,—ফাঁসাষ নি যেন।

সাধু। হ্যাঁ—আর সেদিন আর এক ব্যাটা এমন ভাবে মোটা এক মালা পরাতে লাগল যে আর একটু হ'লে দাড়িটা খুলে আসতো। কোন রকমে টেনে টুনে সাম্‌লে

ফেললুম। এবার তোমরা বাইরে থেকেই বলে দিও যে সিদ্ধ বাবাকে স্পর্শ করা নিষেধ।

ক্ষমা। হ্যাঁ দুর্গাদা, ও সুন্দর মত মেয়েটা কে জান? সেদিন অনেক্ষণ তোমার কাছে ছিল?

সাধু। ও—সে তো কদিন থেকেই আসছে, তার সঙ্গে আমার খুব intimacy হয়ে গেছে, ও কে?

গনন। দেখো যেন শেষে আবার romance টোমান্স না বেধে যায়।

ক্ষমা। ও হচ্ছে অসিত রাহার মেয়ে—স্নিগ্ধা রাহা—

সাধু। এঁ! তাই নাকি?...তা তো জানি না···ও ভারি সুন্দর—

গগন। চুপ...চুপ···কার পায়ের শব্দ...গুরুদেব—

ক্ষমা ও গগন প্রণাম করিল

(এক ক্ষীণকায় ব্যক্তির প্রবেশ)

(ক্ষমার প্রস্থান)

সাধু। হুঁ, তুমি এসেছ, এই আমি বলছিলাম তুমি আসবে, বেশ, অভিপ্রায় বলো—

গগন। গুরুদেব এই বলছিলেন আপনি আসবেন, বসুন।

১ম ব্যক্তি। সবই গুরুদেবের কৃপা—কি আর বলবো গুরুদেব। এ অভাগার ওপর কৃপা করবেন—বড় বিপদ প্রভু—ভেবে ভেবে অশান্তিতে এ শুকনো শরীর দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে—প্রভু।

সাধু। বুঝেছি তবু বল্‌রে বেটা বল্‌—তোর মুখ থেকেই শুনতে হবে—এ সেই জগন্নাথ দেবের লীলা।

১ম ব্যক্তি। জগন্নাথ প্রভু···ঠিক, কিন্তু এযে জগন্নাথ আর কালী দুজনেই এক সঙ্গে লীলা করছেন প্রভু।

গনন। বলুন, বলুন, ভালভাবে আপনার অভিপ্রায় গুরুদেবের কাছে—বলুন।

১ম ব্যক্তি। আমার এই রোগা চেহারা গুরুদেব, কিন্তু প্রভু কি আর বল্‌বো আমার স্ত্রী বড্ড বেশী মোটা হয়ে যাচ্ছে, আমার অন্ততঃ ছ'গুণ, সেই জন্য বড় মনঃপীড়ায় ভুগ্‌ছি প্রভু—তার ওপর যত মোটা হ'চ্ছে মেজাজ তত চড়া হ'য়ে যাচ্ছে·· আমার ওপর সদা খড়গ হস্ত। ঐ হাতীর মত বিশাল চেহারায় এই দেখুন প্রভু, আজ দু'ঘা ঝাঁটার বাড়ি দিয়েছে, নেহাৎ ছুটতে পারে না তাই পালিয়ে এসেছি, তাও পেছন পেছন রাস্তায় এসেছিল। তারপর হাত ফস্কে কি আর বলবো প্রভু ঝাঁটা পড়ে গেল মাটিতে, কত কষ্ট করে যে সেটা চেষ্টা কর্‌ছিল মাটি থেকে কুড়ুতে—ওঃ সে কষ্ট দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভু, তবুও পরলে না সে ঝাঁটা মাটি থেকে নিতে···ওঃ সে কি করুণ দৃশ্য—দরদর করে ঘাম বয়ে পড়ছিল··· খালি হাঁপাতে হাঁপাতে অস্পষ্টভাবে বললে, হতভাগা বাড়ী ঢুকো একবার দেখি·· ব্যস ও ধীরে ধীরে গেল

বাড়ীর ভেতরে, আর আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা ক'রতে এলুম। (পা ধরিয়া) দয়া করে তাকে একটু রোগা করে দিন প্রভু।

সাধু। কি বিপদ—(একটু চিন্তা করিয়া) এক কাজ কর, এই নে আমার কবচ ধারণ কর্ (কবচ দিয়া) আর রোজ সকাল সন্ধ্যা তার সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে বলিস্ "তোমার লীলা বুঝতে পেরেছি, আর নয় এবার কৃপা কর।"

১ম ব্যক্তি। আমার ভয় হচ্ছে প্রভু—শেষে মার ধোর না খাই, সে যা বিশাল মূর্ত্তি ওঃ—প্রভু, আর কত দিন ?

সাধু। আরে যা, যা, মাস কয়েক কর্‌তে কর্‌তে ঠিক হয়ে যাবে—মহেন্দ্রক্ষণ উত্‌রে যাচ্ছে।

(প্রথম ব্যক্তির গান)

কীর্ত্তন

হরি হে তুমি জগৎ গুরু
আমার বউকে কেন করলে মোটা
আমায় কেন করলে সরু
হরিহে তুমি জগৎ গুরু।
(ওগো) আমি ভালো মানুষ সরু প্রাণী
সে মোটা দেহের বকুনিতে
প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

(প্রভু) একি ভবে তোমার খেলা
মোটা বউ বেছে বেছে
কেন দিলে আমার বেলা।
হরি হে ওগো দয়াময়
তার মোটা দেহ রোগা হয়ে
মেজাজ যেন নরম হয়।
জগন্নাথ ও কালী মিশে
মারে প্রভু পিশে পিশে,
হরি হে ওগো জগৎগুরু
সে মূরতি মনে হলে
করে বুকে দুরু দুরু।

(১ম ব্যক্তির গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

২য় ব্যক্তি। প্রভুহে আমারে কর হে কৃপা নইলে প্রাণেতে মরিব আমি—(পা ধরিয়া)

গগন। ছাড়ুন ছাড়ুন স্পর্শ করবেন না, আপনার অভিপ্রায় বলুন, পূর্ণ হবে।

২য় ব্যক্তি। ছাড়িব না ছাড়িব না তব পদ প্রভু···কৃপা যে মোরে করিতে হবে! পরাণ হতেছে পাগল আমার ···উঃ কি নিদারুণ হৃদয় বেদনা!

সাধু। বল বল দেরী করলে আর পাবি না।

২য় ব্যক্তি। পাবনা! পাবনা প্রভু, এ হেন কঠিন কথা সহিতে যে নারি।

গগন। আচ্ছা বিপদ—বলুন না তাড়াতাড়ি ; দেরী করলে আর হবে না।

২য় ব্যক্তি। সে যে মন, প্রাণ, সব কিছু করিয়াছে চুরী, মোরে বাসিয়াছে সে ভালো, কিন্তু প্রভু সে মাদ্রাজী ! তার সে ভাষায় এড়াম ওড়াম্ গড়াম্ করে কী যে বলে আমি বুঝতে পারি না একটী বর্ণ তার। হৃদয় আমার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রভু সেই মাদ্রাজী রমণীর প্রেমের ভাষা বুঝিয়ে দিতে হবে তা না হলে এ চরণ না ছাড়িব !

গগন। ওঃ সে আবার কি !　　　(অর্দ্ধ স্বগতঃ)

সাধু। হুঁ—পা ছাড় পা ছাড়, তুই মাদ্রাজী মেয়েকে ভালোবেসেছিস—আর বুঝতে পারছিস না তার সেই তেলেগু ভাষা।

২য় ব্যক্তি। প্রভু সে তেলে—গু'ই হোক আর জলে—গু'ই হোক আমায় বুঝিয়ে দিতেই হবে। উঃ কি বেদনা বাজে হৃদয় মাঝারে ! তার প্রেমের উচ্ছ্বাস যখন সে ব্যক্ত করে আমি একটী বর্ণও বুঝতে পারি না। মনে হয় গোটা কতক পাথরের নুড়ি একটী হাঁড়ির মধ্যে নাড়া চাড়া করা হচ্ছে। কেবল ইসারাতেই আমাদের প্রেমের আদান প্রদান হ'য়ে থাকে। এর প্রতীকার ক'রো প্রভু, নইলে তোমার চরণ না ছাড়িব। (পা টানিয়া ধরিল)

সাধু। আরে ছাড় ছাড় ! দু'টো কবচ নিয়ে যা ! রোজ

দু'বেলা দু'ঘণ্টা করে বাঙ্গলা ভাষায় জপ করিস্। কয়েক মাস বাদেই ঠিক হ'য়ে যাবে, আরে যা যা—মহেন্দ্রক্ষণ উত্‌রে গেল।

২য় ব্যক্তি। ক—এ—ক মা—স? প্রভু সেই তেলেগু ভাষার উচ্ছ্বাস আমার প্রিয়ার কাছ হতে শুনতে হবে? ওঃ!

সাধু। উপায় নেই, তার পূর্ব্বে হবার উপায় নেই; এ স্বয়ং জগদম্বার আদেশ যা-যা (কবচ দিল)

(২য় ব্যক্তি প্রণামির টাকা দিয়া প্রস্থান করিতে করিতে)

ওগো মাদ্রাজী প্রিয়ে
বাঙ্গলায় প্রেম জানাবে কবে
তেলেগু ছেড়ে দিয়ে
ওগো মাদ্রাজী প্রিয়ে।

[প্রস্থান]

(তৃতীয় ব্যক্তির দ্রুত প্রবেশ।)

৩য় ব্যক্তি। প্রভু শয়তানদের হাত থেকে উদ্ধার কর—উঃ কি অত্যাচার এ ভগবানের রাজত্বে। বেটারা যেন কি পেয়ে গেছে।

সাধু। হুঁ এসেছিস, বুঝেছি, বল বল, হুঁ—সেই অত্যাচার।

৩য় ব্যক্তি। আহা ঠাকুর আমার যেন অন্তর্য্যামী। তাদের সে অন্যায় অত্যাচার যদি দূর না কর ঠাকুর তো এই আমি এখানে শুয়ে হত্যা দিলুম। (শুইয়া পড়িল)

ক্ষমা। কি মুস্কিল—কিসের অত্যাচার? চোর ডাকাত নাকি?

গগন। আবার সেই বউএর অত্যাচার নাকি?

৩য় ব্যক্তি। না গো গুরুপুত্তররা সে সব নয়। সে তো হাতে ধরা যায়, পুলিশ তাকে শাস্তি দেয়। বউকে তো শাসন করা যায়। কিন্তু এদের যে বাবা কিছুই করা যায় না—কি ক্ষমতা—ওঃ! প্রভু "কল্পতরু কবচ" খবরের কাগজে পড়ে ছুটতে ছুটতে ধন্না দিতে আসছি। কবচ দিয়ে উদ্ধার কর ঠাকুর। গরীব বেচারা মারা গেলাম।

সাধু। বল্ বল্, তোর মুখ থেকেই সব শুনতে হবে—যা চাস্ তা নিশ্চয় হবে।

৩য় ব্যক্তি। আমার এক ছোট্ট মুদী দোকান প্রভু কিন্তু ঠাকুর নেংটী ইঁদুরের উৎপাতে আর টেঁকবার উপায় নেই। এই নেংটী ইঁদুরের হাত থেকে তোমার কবচ দিয়ে উদ্ধার কর প্রভু। দয়া না করলে—আমি এই যে শুয়ে হত্যা দিলুম আর উঠব না। ওঃ! বস্তাগুলো সব ফুটো হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেল প্রভু।

ক্ষমা। সেরেছে আর কি? বাবা উঃ!

সাধু! হুঁ—বেশ, হবে হবে। এই নে কবচ, এইটে মাতুলী করে একটা নেংটী ইঁদুরের হাতে অমবস্যা রাত্রে শেওড়া তলায় কালো সূতো দিয়ে চোখ বন্ধ করে পরিয়ে দিস। ব্যাস্—মাস কয়েক বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৩য় ব্যক্তি। সে কি ঠাকুর ?

সাধু। যা—যা, মহেন্দ্রক্ষণ উত্‌রে যাচ্ছে, দেরী করলে আর হবে না।

গগন। ব্যাস্ হয়েছে, ওই কবচেতে সব হবে। এখুনি গুরুদেবের সমাধি হবে তাড়াতাড়ি চলে যা—

ক্ষমা। উঃ—কত কি হবে। বাবা এ তো শুনিনি।

গগন। আঃ, যা যা (ঠেলিতে ঠেলিতে) প্রণামীটা দিয়ে যা (৩য়ব্যক্তি প্রণামি দিল, ঠেলিয়া ব্যক্তিকে তাড়াইয়া দিল)।

৩য় ব্যক্তি। হে জগদম্বা ! নেংটী ইঁদুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার কর। আমি কবচ পরাবই পরাবো ; দেখি কেমন করে থাকে।

[তৃতীয় ব্যক্তির প্রস্থান]

(স্নিগ্ধার প্রবেশ)

সাধু। (গগনকে) আমার এক মনে কিছু কাজ করতে হবে, তোমরা বাহিরে থাকো, কেউ বিরক্ত না করে

[গগনের প্রস্থান।

সাধু। (স্নিগ্ধাকে) এস বস—বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তিন রকম তিনজন অদ্ভুত লোক এসেছিল—একজনের মোটা বৌকে রোগা করে দিতে হবে, আর একজনের মাদ্রাজী প্রিয়েকে বাঙ্গলা বলাতে হবে। আর পারা

যায় না রোজ রোজ কত যে এই রকম সব গাধার দল আসছে তার ঠিক নেই।

স্নিগ্ধা। ওঃ কি অদ্ভুত!

সাধু। হ্যাঁ দেখ, আমি এদের কারুকে বলিনি যে তোমাতে আমাতে এতটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে। সাবধান প্রকাশ কোরো না যেন।

স্নিগ্ধা। এ রকম করে আর ক'দিন চল্‌বে? রোজ রোজ এরকম লুকিয়ে চুরিয়ে আর ভাল লাগ্‌ছে না, সেই পালাবার proposalএর কি হ'ল?

সাধু। ঠিক কথা, আমার এ অবিবাহিত জীবন আর ভাল লাগছে না, তুমি কিছু টাকা আর গয়না গাঁটি যোগাড় করে এই শনিবার বিকেলে এস—আমিও যা পাই নিয়ে—দু'জনে মিলে চলে যাওয়া যাবে, একেবারে রেঙ্গুনে—তারপর তোমাকে বিয়ে করে আরামে দিন কাটানো যাবে।

স্নিগ্ধা। আচ্ছা এখন আমি যাই। যেতে আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না কিন্তু আবার বাড়ীতে না বলেই বেরিয়েছি। শনিবার দিন তাহ'লে আমি ready হয়ে আস্‌বো—মনে থাকে যেন!

সাধু। নিশ্চয়ই মনে থাকবে—তুমি এসেই বলবে আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলো দিতে হবে, ব্যাস্, তা হলেই এদের

মিথ্যে কথা বলে দুজনে মিলে চলে যাবো। কিন্তু—এরই মধ্যে চলে যাবে স্নিগ্ধা ?

স্নিগ্ধা। হ্যাঁ—আজ যেতেই হবে তাড়াতাড়ি, শনিবার আসব নিশ্চয়ই।

(স্নিগ্ধার প্রস্থান)

সাধু। আগে জানতুম না যে ও অসিত রাহার মেয়ে—পালাতে পার্‌লে আর কে ধরে, কিছু টাকাতো বাগানো যাবে। তারপর গয়না গাঁটি আছে—যাবার সময় দাড়ি, জটা, সব খুলে ফেলে দিয়ে যাবো। উপস্থিত বাবা দাড়িটা খুলে কিছু খাওয়া যাক।

(দাড়ি খুলিল)

(ক্ষমার দ্রুত প্রবেশ)

ক্ষমা। দাড়ি পর দাড়ি পর—কে আস্‌ছে, বলি যখন তখন ও রকম দাড়ি খুল না।

সাধু। যাও যাও, বল আমি ধ্যানে মগ্ন। আর পারিনা—tired হয়ে গেছি।

(ক্ষমার প্রস্থান)

সাধু। বাপ—সেদিনকার মাকুন্দের গোঁফ দাড়ি বেরুচ্ছেনা বলে যেমন ধন্না দিতে এসেছিল এও সেইরকম একটা কিছু হবে নিশ্চয়।

(গগন ও ক্ষমার প্রবেশ)

গগন। লোকটাকে অনেক কষ্টে তাড়িয়েছি, একেবারে নাছোড়-

বন্দা—এক কার্ড দিয়ে গেছে, আব একদিন নিশ্চয় আসবে বলে গেছে।

(গগন কার্ড দিল)

সাবু। (কার্ড পড়িয়া) Y. N. Gosowami I. A. California

সাধু। ওঃ বাবা! এ আবার কে? Californiaর I. A, মাথায় টাক আছে নাকি?

ক্ষমা। কে জানে মাথায় টুপি ছিল—দেখতে পাইনি।

সাধু। বোধ হয় সেদিনকার মাকুন্দের মতো এ টাকের জন্য ধন্যা দিতে এসে থাকবে—আর একদিন আসবে জ্বালাতে।—যাক্‌গে, দেখ শনিবার দিন আমি অসিত রাহার মেয়ের সঙ্গে এক ক্রিয়া ও যাগযজ্ঞ করতে যাব, অনেক টাকা প্রণামি দেবে।

গগন। বেশ, বেশ দাদা, কিন্তু সেদিন দাড়ি গোঁফ ঠিক করে এঁটে নিও।

পঞ্চম দৃশ্য

(সাধুর আবাস। সমস্ত পূর্ব্ববৎ, কেবল কোণে একটি ইজি-
চেয়ার। সাধু, ক্ষমাকান্ত ও গগনভেদি)

সাধু। হ্যাঁ, আজ শনিবার মনে থাকে যেন, এখনই সেই অসিত রাহার মেয়ে স্নিগ্ধা আমায় নিতে আস্‌বে।

ক্ষমা। দুর্গাদা—দাড়িটাড়ি গুলো ভাল করে এঁটে নিও শেষে খুলে না যায়।

গগন। হ্যাঁ, এক পুরু গঁদ দিয়ে এঁটে রেখ, যাগযজ্ঞ কর্‌তে কর্‌তে খুলে গেলেই বিপদ।

সাধু। যাক্‌গে, এখন শোন, ও আসামাত্র তোমরা চলে যেও, কারণ আমি privateএ আগেই সব শুনে তৈরি হ'য়ে নেব, আজ কত রকম বুজরুকি কর্‌তে হবে কিনা।

ক্ষমা। নিশ্চয়ই আজ তোমার এক মহাপরীক্ষা।

(বাক্স হস্তে স্নিগ্ধার প্রবেশ)

স্নিগ্ধা। প্রভু, আমার ওখানে যেতে হবে।

সাধু। আচ্ছা তোমরা যাও সব যোগাড় কর, আমায় এখনই "মহামিলন" যজ্ঞ কর্‌তে যেতে হবে।

(গগন ও ক্ষমার ইতস্ততঃ করিতে করিতে প্রস্থান)

সাধু। তুমি আচ্ছা যাহোক, অমন কাটখোট্টা ভাবে কেউ

বলে—বলা উচিত ছিল "পদধুলি দয়াকরে দিতে হবে", সব ready ?

স্নিগ্ধা। ঠিক act করতে পারিনা। আমার বড় ভয় ভয় কচ্ছে, কেউ টের না পায়—বাবার কানে গেলেই মুস্কিল—তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নাও—Quick.

সাধু। এরা আমায় বলছিল ভাল করে দাড়ি আঁটতে, আমার যা হাসি পাচ্ছিল - এক্ষুনি যে খুলে ফেলবো, তাতো জানে না, আমি সেইজন্য আল্‌গা করেই রেখেছি। (স্নিগ্ধার হাত ধরিয়া) ওঃ প্রিয়ে, এতদিনে তোমায় পেয়ে আমার দীর্ঘ অবিবাহিত জীবন ভুলে যেতে হবে। ওঃ প্রকৃতির কি অদ্ভুত মিলন করাবার ক্ষমতা !

স্নিগ্ধা। ছাড় ছাড়, হাত ছাড়, এখন কবিত্ব টবিত্ব ছেড়ে তাড়াতাড়ি চল—একে আমি nervous লোক, এখন থেকে আমার palpitation হচ্ছে।

সাধু। ভয় কি, ভয় কি—কে আমাকে বাধা দেবে। আরে যাবোতো নিশ্চয়—বুঝছো না প্রিয়ে, তোমার কর স্পর্শে—

(ক্ষমাকান্তের দ্রুত প্রবেশ)

ক্ষমা। (অবাক হইয়া) আরে—একি ?—দুর্গাদা—দুর্গাদা—এই sorry—গুরুদেব—প্রভু—অসিত রাহা আসছে, তার Election জয়ের জন্য তোমার হাত থেকে কল্পতরু কবচ নিতে—এঁ্যা—দুর্গাদা এই—sorry—

স্নিগ্ধা। এ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ।

সাধু। ক্ষমা—sorry ব কিছু নেই—এ সব জানে।

ক্ষমা। জানে ? আবে সে—কি ?

সাধু। থাক্, অসিত রাহা কোথায় ? কি মুস্কিল।

(গগনের প্রবেশ)

গগন। অসিত রাহাকে বাহিরেব ওপাশেব ঘবে বসিযেছি।

স্নিগ্ধা। তাইতো কি করি ? সর্ব্বনাশ। এখন উপায।

সাধু। যাও যাও গগন, তাকে বল যে আমি ব্যস্ত, কি ধ্যানে মগ্ন, কি যাহোক একটা কিছু বলে দাও।

গগন। সব বলেছি, কিন্তু কাল Election সে আজ আসবেই আসবে, বসে আছে, ব্যস্ততা কমে গেলেই আসবে বল্‌ছে।

স্নিগ্ধা। কি হবে ? ওই ! ঐ কার পায়ের শব্দ !!

ক্ষমা। আমি বাবা এইটার পেছনে লুকোই, আমায বিলক্ষণ চেনে, তোমরা যা হয় কর।

(ক্ষমাকান্ত কতকগুলি মাদুর ও পোঁটলার ভিতর লুকাইল)

সাধু। আরে—ঐ বুঝি এল—আবে গগন তাড়াতাড়ি যাও অপেক্ষা করতে বলো, অন্ততঃ পনেরো মিনিট।

গগন। কিন্তু—কিন্তু—ইনি—(স্নিগ্ধাকে)

স্নিগ্ধা। আমি এখন কি করি ? জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়ি ?

সাধু। না—না—না—তাইতো (চিন্তা করিয়া) ঠিক ঠিক, স্নিগ্ধা, তুমি এই ইজিচেয়ারের পেছনে লুকিয়ে পড়ো, দেখতে